সেইজন্য তিনি ব্রহ্মপারাখ্য নামে স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। স্তবপাঠপ্রভাবে সেই ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হয়। তখন বসুমহারাজ তাহাকে ধর্ম্মব্যাধ সংজ্ঞা প্রদান করেন। সেই অবধি ধর্ম্মব্যাধ অতিশয় হিংসা হইতে বিমুখ এবং পরে নীলাচলনাথকে দর্শন করেন এবং তাঁহাকে বহু স্তব করেন। সেই স্তবের ফলে শ্রীনীলাচলনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া ঈশ্বরসাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কুব্জার ভগবৎসঙ্গ এবং পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদসঙ্গ—মাথুরহরিবংশে এই প্রসঙ্গটি প্রসিদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গোপী বলিতে সাধারণ গোপীকার কথাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধা গোপীর প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণবল্লভারূপে বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণব্রজে তখনই বিবাহাদি দ্বারায় আনীতা হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণনিত্য-প্রেয়সীবৃন্দের সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ ভগবৎসঙ্গ। যজ্ঞপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনকারিণী তৈলবিক্রয়কারিণীগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদিরূপ সঙ্গও হইয়াছিল। শ্লোকস্থ অপর শব্দে দিতিনন্দন প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। তাহাদিগের (পূর্ব্বোক্ত দৈত্যপ্রভৃতির) সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন সাধনা ছিল না, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিতেছেন—

তে নাধীত শ্রুতিগণাঃ নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মা-মুপাগতাঃ ॥২৪০॥

ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা যৈঃ। কিঞ্চ অকৃতব্রতা অকৃততপস্কাশ্চ। পূর্ব্ববদধ্যায়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। 'অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্‌জন্মাদৌ সাধনান্তরং যৎ তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্ম্মব্যাধাদীনান্তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। সৎসঙ্গশব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়াদীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাপ্যতে। উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধিত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ সৎসঙ্গপ্রকরণে স্বসঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্তু ভাগবতসঙ্গেনৈব ভগবৎকৃপা ভবতীত্যুক্তং তত্তু তৎসাম্মুখ্য জন্মন্যেব। অত্র তু স এব ভাগবতসঙ্গঃ সাধনবিশেষত্বেনোচ্যতে ইতি ন দোষঃ। যদি বাত্র কুত্রচিৎ সাম্মুখ্য-জন্মকারণমপি ভগবৎসঙ্গো ভবেৎ তদাপ্যেবমাচক্ষ্মহে। সচ্ছব্দার্থমবতারমঙ্গীকৃত্য যৎ কদাচিৎ সর্ব্বত্র কৃপাং বিতনোতি ভগবান্ তচ্চ সৎসম্বন্ধেনৈবেত্যতো নাভ্যুপগমহা-নিরিতি। অথ মুখ্যং বশীকরণমসম্ভাবিতসাধনান্তরেণ সৎসঙ্গমাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি—কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীযুরঞ্জসা ॥ ২৪১ ॥

১১।১২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে কহিলেন—হে উদ্ধব! সেই পূর্বোক্ত দৈত্য প্রভৃতি বেদ আদি অধ্যয়ন করে নাই এবং কোনও